

ডকুমেন্টারির জন্য খসড়া স্ক্রিপ্ট

ডকুমেন্টারী আউটলাইন

১. ভূমিকা :
২. এসবি এর **General Activities** :
৩. উইং ও মিডিয়ার বর্তমান কার্যক্রম :
৪. সাম্প্রতিক নতুন সংযোজনমূলক কাজের বিবরণ :
৫. চ্যালেঞ্জসমূহ/প্রতিবন্ধকতা সমূহ :
৬. ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

ভূমিকা :

স্পেশাল ব্রাঞ্চ বাংলাদেশ সরকারের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম গোয়েন্দা সংস্থা। অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে, এই ইউনিটটি প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ যখন বহুমাত্রিক সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হচ্ছে তখন প্রতিনিয়ত স্পেশাল ব্রাঞ্চ তার সুদক্ষ ও কৌশলগত ইন্টেলিজেন্স ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্য সহচর হিসেবে স্বাক্ষর রেখে চলছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা।

১৮৫৭ খ্রি. সিপাহী বিপ্লব দমনের পর ব্রিটিশ রাজত্ব এ দেশে সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি একটি **শক্তিশালী ও সুবিন্যস্ত পুলিশ বাহিনী** গঠনে মনযোগী হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬১ খ্রি. পুলিশ আইনের অধীনে গঠন করা হয় পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব হল অপরাধ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা। পুলিশ বাহিনী গঠনের পর **পরবর্তী কয়েক বছর** লক্ষ্য করা গেল যে গতানুগতিক অপরাধী ও স্বদেশী আন্দোলনকারী একই ধরনের অপরাধ করলেও তাদের লক্ষ্য **এক না** হওয়ায় নতুন একটি গোয়েন্দা শাখা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিটন তাঁর শাসনামলে (১৮৭৬-১৮৮০) ব্রিটিশ শাসনকে দেশীয় প্রতিপক্ষের হাত হতে নিরাপদ রাখতে সর্বপ্রথম তথ্যসংগ্রহে পুলিশের একটি Intelligence Branch এর কথা ভেবেছিলেন। ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন প্রাদেশিক সরকারের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রদেশসমূহের গভর্নরদের সাথে আলোচনার পর সুসংগঠিতভাবে গোপন ও রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহে পুলিশের একটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ খোলার জন্য ১৫ নভেম্বর ১৮৮৭ খ্রি. একটি পত্র লেখেন (পত্র নম্বর ১৭০/১৮৮৭), যেটিকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ প্রচলনের Genesis বা মূল বলা যেতে পারে।

পরবর্তীতে ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৭ খ্রি. লন্ডনে সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া রিচার্ড ক্রস দ্বারা ব্রিটিশ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৩ নম্বর আদেশ বলে পুলিশের “ Central Special Branch” গঠিত হয়।

১৯০২ খ্রি. ফ্রজার কমিশনের নির্দেশনায় বিশেষায়িত অপরাধসমূহ তদন্তের জন্য ও পাশাপাশি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ এর উদ্দেশ্যে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) প্রতিষ্ঠিত হয়; যার একটি বিভাগ ছিলো ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ।

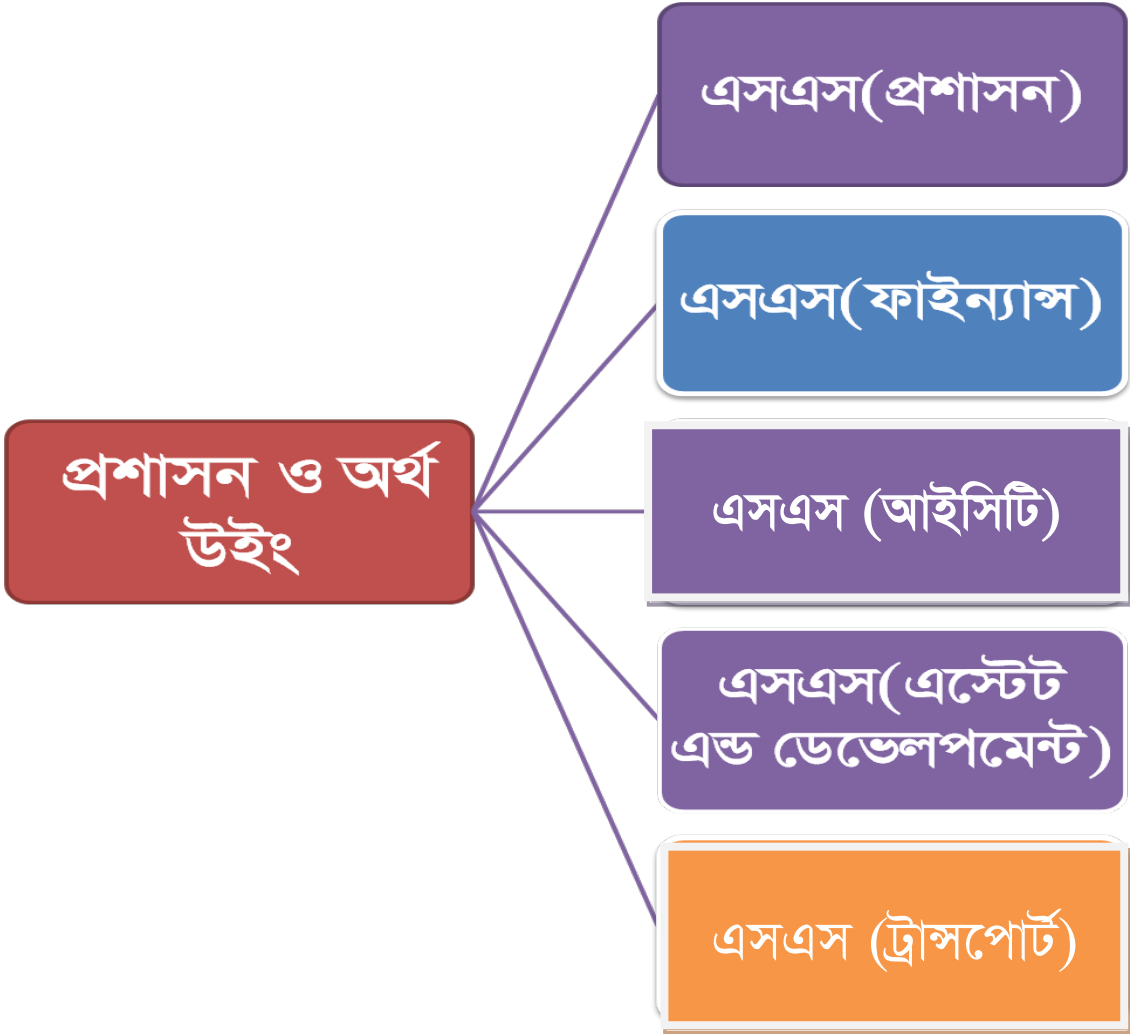
স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯২২ খ্রি. ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে পৃথক করে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (সিআইবি) নামকরণ করা হয়।

১৯৪৭ খ্রি. দেশ বিভাগের পর ঢাকার ওয়াইজঘাটে গোড়াপত্তন হয় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে। ১৯৫০ খ্রি. সিম্পসন রোডে সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (সিআইবি) এর একটি সাব অফিস ঢাকায় স্থাপন করা হয়। ১৯৬২ খ্রি. ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এ দুটি নামের সংক্ষিপ্ত রূপ "আই বি" নিয়ে বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে পুনরায় নামকরণ করা হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চ। ১৯৭১ খ্রি. স্বাধীন বাংলাদেশে ১ জন ডিআইজি ও ৬ জন এসএস নিয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চ তার যাত্রা শুরু করে।

বর্তমানে ১ জন এডিশনাল আইজি (গ্রেড-১), ৮ জন ডিআইজি, ১২ জন এডিশনাল ডিআইজি এবং ৩৮ জন এসএসসহ দেশের সকল DSB/CSB/RSB তে কর্মরত ৫৫২২ জন জনবল নিয়ে এসবি পরিচালিত হচ্ছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ এর সকল কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ডিআইজি গণের নেতৃত্বে ৮ টি উইং এবং এস এস গণের নেতৃত্বে ৪৩ এর অধিক শাখা রয়েছে।

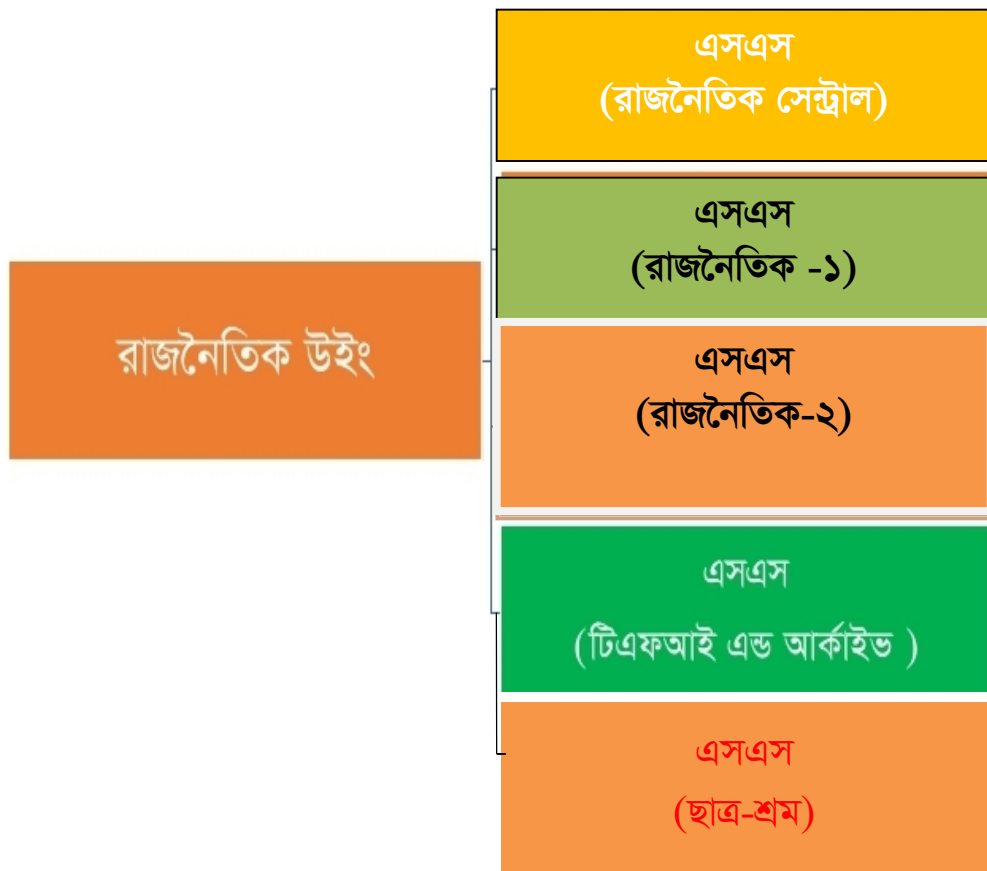
প্রশাসন ও অর্থ উইং :

এই উইং এর অধীনে রয়েছে পাঁচটি শাখা। এই উইং এর মূল কাজ হচ্ছে স্পেশাল ব্রাঞ্চেজের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন, এসবিতে কর্মরত সদস্যদের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যাদি, শৃঙ্খলা, বেতন-ভাতা, কল্যাণ, যানবাহন, লজিস্টিক, ভৌত অবকাঠামো, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়াদি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা। এছাড়াও এ উইং দাপ্তরিক কর্মচারী নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি বাংলাদেশের সকল ডিএসবি/সিএসবি/ আরএসবির দাপ্তরিক কর্মচারী এবং ডিআইও-গণের বদলি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে।



রাজনৈতিক উইং :

স্পেশাল ব্রাঞ্চার উইংগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাজনৈতিক উইং। এই উইং এর কার্যক্রম ০৫ টি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।



রাজনৈতিক উইং এর কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি সম্পর্কিত চক্রান্ত, নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করা। রাজনৈতিক, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনসহ বাম চরমপন্থী, জঙ্গী ও ধর্মীয় উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর অতীত-বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত নথি (PF) সংরক্ষণ করা।

টিএফআই এন্ড আর্কাইভ শাখাঃ

স্পেশাল ব্রাঞ্চে টিএফআই এন্ড আর্কাইভ শাখা বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার। এই শাখার রেকর্ড রুমে ১৯৪৭ হতে হালনাগাদ বিভিন্ন শাখার প্রায় ১০ হাজার ফাইল সংরক্ষিত আছে।

দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সাধারণত রাষ্ট্রীয় এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ফাইলসমূহ আর্কাইভে স্থানান্তর করা হয়। আর্কাইভ টিম প্রথমে Fumigation এর পদ্ধতিতে ফাইলগুলোকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত করে থাকে।

স্পেশাল ব্রাঞ্চে টিএফআই এন্ড আর্কাইভ শাখার ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম হচ্ছে ‘Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ ১৪ খন্ড এবং ‘Record of Proceedings Agartala Conspiracy Case’ ৪ খন্ড গ্রন্থ দুইটির প্রকাশনার কাজ।

Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ প্রকাশনার উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেশাল ব্রাঞ্চে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে সংরক্ষিত ফাইল ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং এ সকল মূল্যবান ডকুমেন্ট নিয়ে বই প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা দেন। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে উক্ত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন- “এখানে অমূল্য তথ্য ভান্ডার রয়েছে। এই ডকুমেন্টের মধ্য দিয়ে তিনি যে কাজ গুলো করে গেছেন তার অনেক কিছু আমরা পাব। কারণ এটাতো ওনার পক্ষের কিছু না সবই তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট। আর এই বিরুদ্ধ রিপোর্টের মধ্য থেকেই কিন্তু আমরা আমার মনে হয় যে আমরা সবথেকে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করতে পারব। যেমন কয়লার খনি খুড়ে খুড়ে হীরা বের হয়ে আসে, হীরা খনি পাওয়া যায় আমার মনে হয়েছে যেন ঠিক সেইভাবেই যেন আমরা হীরার খনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। এর ভিতর থেকেই বাংলাদেশের জনগণ সত্যটাকে আবিষ্কার করতে পারবে, জানতে পারবে। অনেক সত্য ঘটনা জানতে পারবে। বাংলাদেশের ইতিহাসকে জানতে পারবে, যে কিভাবে আমরা এ স্বাধীনতাটা অর্জন করলাম।”

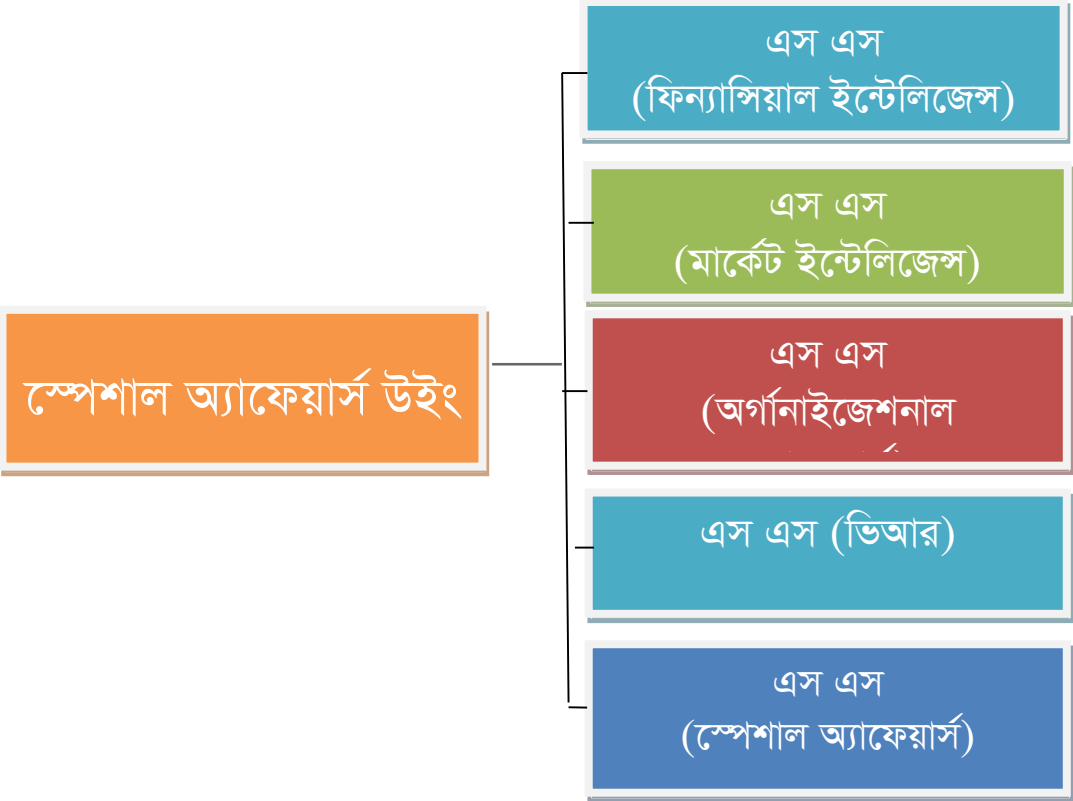
বঙ্গবন্ধুর নামে খোলা ফাইলে (পিএফ ৬০৬-৪৮) ৪৭টি খণ্ডে প্রায় ১৩ হাজার পাতা পাওয়া যায়। যাতে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের প্রচুর মূল্যবান তথ্য রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর পিএফএর পাতায় পাতায় বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের উপর ‘কারাগারের রোজনামা’ শীর্ষক যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে সেটিতেও সন্নিবেশিত হয়েছে এসবির রেকর্ডরুম থেকে প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর জেলখানায় লেখা ডায়েরি, তাঁর গ্রেফতার, মুক্তি ও আটক থাকার সময়কালের উপর সংরক্ষিত বিভিন্ন তথ্য।

এছাড়াও “ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় নথি এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা-কোর্ট প্রসিডিংস শিরোনামে দুটি বই প্রকাশনার কার্যক্রম চলমান আছে”।

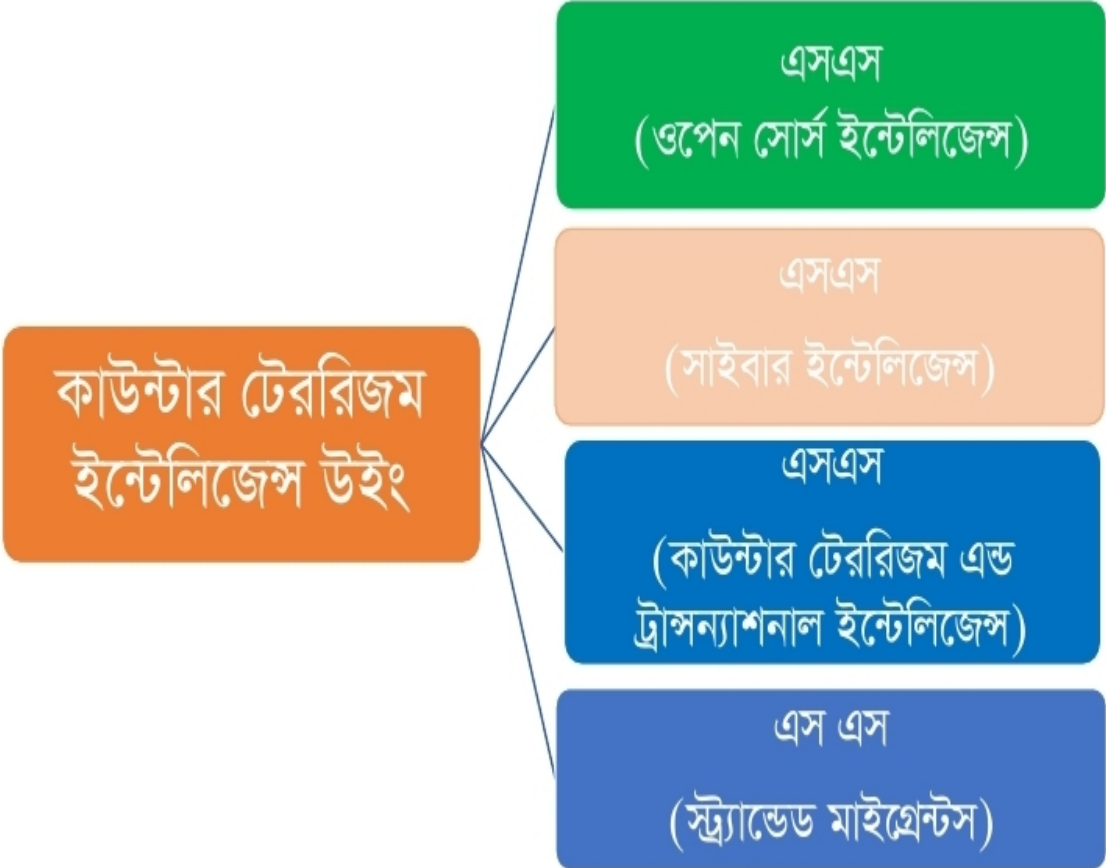
স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স উইং :

স্পেশাল ব্রাঞ্চার কাজের গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করে সম্প্রতি একজন ডিআইজির তত্ত্বাবধানে ০৫ টি শাখার সমন্বয়ে স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স নামে একটি নতুন উইং এর কার্যক্রম চলছে। মানি লন্ডারিং, সন্দেহজনক ব্যাংকিং লেনদেন, জঙ্গি অর্থায়নের উৎস, নিত্যপন্যের বাজারদর, শেয়ার বাজার, সরকারী প্রকল্পে ক্রয় ব্যয় সংক্রান্তে নজরদারী, দেশীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও, অরাজনৈতিক, ধর্মীয় সংগঠন, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষন, প্রতিবেদন প্রস্তুত, সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের চাকুরী প্রার্থীর প্রাক পরিচয় যাচাই এবং বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।



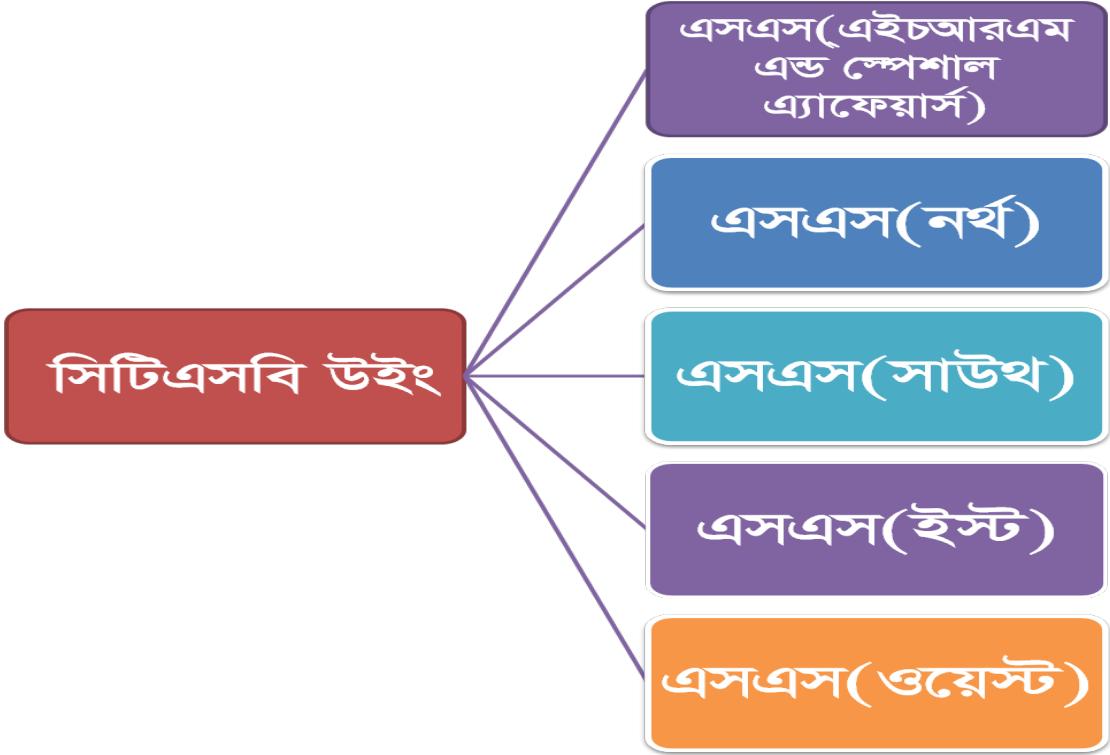
কাউন্টার টেররিজম ইন্টেলিজেন্স উইং

ডিআইজি (কাউন্টার টেররিজম ইন্টেলিজেন্স) এর তত্ত্বাবধানে চারটি শাখার সমন্বয়ে কাজ করছে এই উইং। প্রিন্ট, ইলেকট্রিক ও সোশ্যাল মিডিয়া **পর্যবেক্ষণ** এবং তাদের ভেটিং, সার্কুলেশন, ডিক্লারেশন, মিডিয়াভুক্তি ইত্যাদি প্রত্যয়ন করা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিগোষ্ঠীর তৎপরতা সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহ করা, বাংলাদেশে আটকে পড়া বিদেশী নাগরিক, মায়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে আগত শরণার্থী ব্যবস্থাপনা, উদ্ধৃত সংকট মোকাবেলা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি পর্যালোচনা নিয়ে কাজ করে কাউন্টার টেররিজম ইন্টেলিজেন্স উইং।



সিটি এসবি উইং :

সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মূলত ঢাকা মহানগরীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার সার্বিক বিষয়ে অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ করে। সকল রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের গোপন অগ্রিম তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সিটি এসবি ঢাকাকে ৫৩ টি জোনে বিভক্ত করে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কসমূহকে সমন্বয় করার জন্য ডিআইজি সিটি এসবি অফিসে একটি আধুনিক অপস রুম স্থাপন করা হয়েছে।



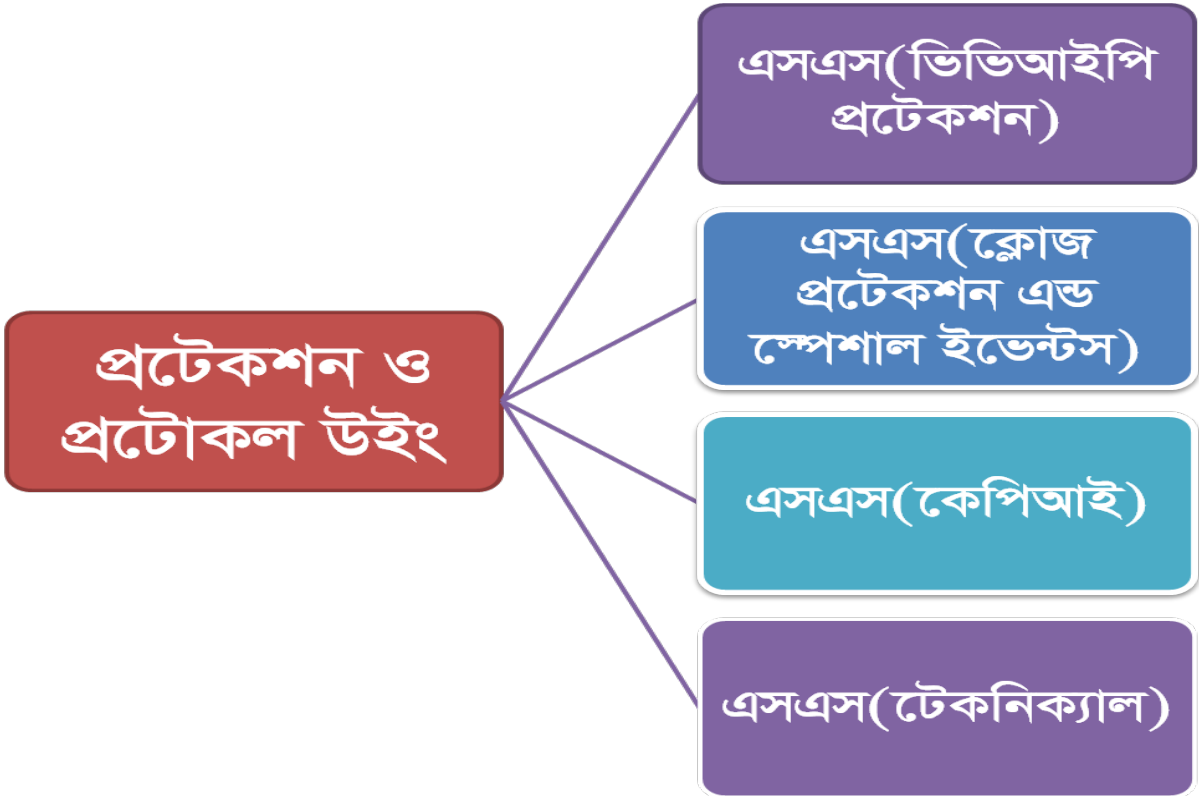
ইমিগ্রেশন উইং : দেশী বিদেশী নাগরিকগণের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম, বিদেশী নাগরিকদের নিরীক্ষন, বৈধতা যাচাই ইত্যাদি কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রয়েছে একজন ডিআইজি পদমর্যাদার কর্মকর্তার নেতৃত্বে ইমিগ্রেশন উইং।



ইমিগ্রেশন উইং ০৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ০২টি সমুদ্রবন্দর, ৩০টি স্থল চেকপোস্ট এর মাধ্যমে দেশী বিদেশী যাত্রীদের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ এবং সকল যাত্রীদের ভ্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে। কূটনৈতিক এলাকা নিরীক্ষণ, সকল দূতাবাস/আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, বিদেশী ব্যক্তিদের গমনাগমন পর্যবেক্ষণ, বাংলাদেশী নাগরিকত্ব প্রদান, দ্বৈত নাগরিকত্ব, Permanent Residence প্রদান, ভিসা আবেদন যাচাই ও প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান, বিদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাক পরিচিতি যাচাই, বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওগুলোর কার্যক্রমের উপর পর্যবেক্ষণ, নতুন এনজিও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র প্রদান, এছাড়া পাসপোর্ট প্রত্যাশী সংক্রান্তে অনুসন্ধান ও মতামত প্রদান করে থাকে।

প্রটেকশন ও প্রটোকল উইং :

স্পেশাল ব্রাঞ্চে প্রটেকশন উইং ভিভিআইপিগণের প্রোথামে সংশ্লিষ্ট সকলের ভেটিং ও সিকিউরিটি পাস ইস্যু করে এসএসএফ এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, সুইপিং, নিরীক্ষণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার দায়িত্ব পালন এবং কেপিআই সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

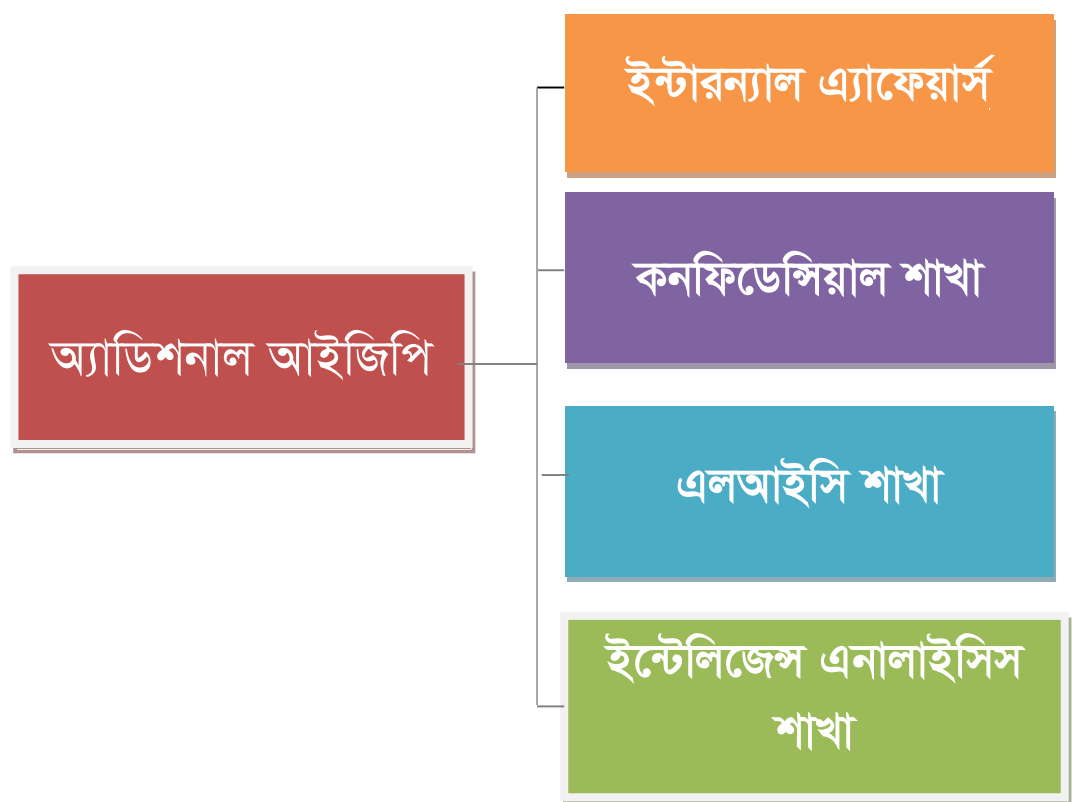


ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ উইং :

বাংলাদেশ পুলিশের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে ‘স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স’। ২০১৬ সালে এসবি ট্রেনিং স্কুল, ঢাকা এর নাম পরিবর্তন করে স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স নামকরণ করা হয়। ২০১৮ সাল হতে এর কার্যক্রম উত্তরায় ২২.৫০ কাঠা জমির উপর ১৩ তলা ভবনে পরিচালিত হচ্ছে।

স্কুলটি বিভিন্ন Intelligence, Immigration, Security control and Foreigners Issues, Passport Verification, ICT ইত্যাদি নানা ধরনের বেসিক ও কম্প্রিহেনসিভ কোর্স পরিচালনা করছে। এছাড়া এ উইং এর তত্ত্বাবধানে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও পরিকল্পনার কার্যক্রম চলছে।

অ্যাডিশনাল আইজিপি, এসবি সরাসরি চারটি শাখা তত্ত্বাবধান করে থাকেন।



শাখাসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত **সদস্যদের কার্যক্রম নিরীক্ষণ**, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভেটিং, রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী অতি গোপনীয় গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা, ল ফুল ইন্টারসেপশন, সকল ধরনের গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে **সরকারের নিকট উপস্থাপন করে।**

এসবির সাম্প্রতিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম :

১. হাজারীবাগ/কামরাঙ্গীচর বেরীবাঁধ রোড সংলগ্ন ১২ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করতঃ এসবি পুলিশ লাইন্স স্থাপন করা হয়েছে।
২. ইমিগ্রেশন, এসসিও ও সিটি এসবির অফিস এবং ইমিগ্রেশন পুলিশের ডরমেটরী নির্মানের জন্য রাজউক হতে পূর্বাচলে ৩ বিঘা জমি বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
৩. স্পেশাল ব্রাঞ্চে রয়েছে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার। উক্ত ডেটা সেন্টারের সঙ্গে জাতীয় তথ্যভান্ডারের NID, Passport, Interpol, BMET, CDMS, Birth Registration ইত্যাদি কানেক্টিভিটিসহ এসবির নিজস্ব ডাটাবেজ যেমন IMS, Fortrac, 3rd Eye, FAMS, PEP, Leave Management ইত্যাদি Software এর ডেটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
৪. সম্প্রতি এসবিতে সকল প্রযুক্তিগত সুবিধা সম্বলিত একটি আধুনিক অপারেশন কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে একই সাথে দেশের সকল ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টসহ এসবির বিভিন্ন স্থাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে কৌশলগত নিরাপত্তা বিধানে লাইভ মনিটরিং সার্ভিলেন্স করা হচ্ছে।
৫. সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে Hello SB অ্যাপস প্রবর্তন।
৬. **বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম ইউনিট হিসেবে স্পেশাল ব্রাঞ্চে ডিজিটাল নথি (ডি-নথি) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।**
৭. ডিআইজি সিটিএসবি কার্যালয় মানিকগনগর হতে স্থানান্তর করে কাকরাইলে উপযুক্ত আধুনিক ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বেইলি রোডে সিটিএসবির নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে।
৮. এসবির সদস্যগণের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা, সাধারণ নথি ও ডি-নথি ব্যবস্থাপনা, এপিএ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সার্ভিস ডেলিভারী, ইন্টেলিজেন্স ম্যানেজমেন্ট, সাইবার সিকিউরিটি, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারনেট অব থিংস, কাউন্টার টেরোরিজম ইত্যাদি বিষয়ে ৩০ (ত্রিশ) এর অধিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অর্থায়নে দুইটি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৯. এসবিতে কর্মরত সদস্যদের কল্যাণে কৃতী সন্তান সম্মাননা, রমজানে খেজুর বিতরণ, এবং মনোবল বৃদ্ধিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বর্ষাবরণ, ঈদ পূর্ণিমিলনী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
১০. ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন।

১১. এসবিতে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি করনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার যেমন Key Point Installation (KPIS) Management Software, Verification Management Software (VRMS), Leave management Software (LMS), Politically Exposed Person's (PEP) Software, Stationary management Software, Open Source Intelligence management Software, Fire Arms management Software, SWS/WCR Software ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়েছে।
১২. বেইলী রোডে সিটিএসবি ভবনের বেসমেন্টে দ্রুততম সময়ে কারলিফট স্থাপন করে ৫৪টি গাড়ি এবং মালিবাগ মোড়ের একটি বেসরকারি ভবনের বেসমেন্টে ১০০টি গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১৩. এসবি ট্রেনিং স্কুল ভবনের ৬ষ্ঠ হতে ১৩ তলা পর্যন্ত ০৮টি ফ্লোরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।
১৪. পূর্বাচলে পুলিশ নির্মিত ২টি বিশতলা ভবন হতে প্রাপ্ত ০৮টি ফ্লোর ইমিগ্রেশন ও এসসিও এর অফিস ডরমেটরী হিসাবে ব্যবহার উপযোগী করার কাজ চলমান।
১৫. বঙ্গবন্ধু গ্যালারী স্থাপন করণ।
১৬. এসবির নতুন ভবনের ১৪ তলায় অত্যাধুনিক অফিস নির্মাণ।
১৭. পুরাতন ভবনটি ভেঙ্গে ফেলে কম্পাউন্ডের সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে।
১৮. সম্প্রতি বিভিন্ন উৎস হতে এসবির নিজস্ব উদ্যোগে ৩১টি জীপ/মাইক্রোবাস/কার সংগ্রহ করা হয়েছে।
১৯. এসবি ঢাকা'র ৫ বছর মেয়াদী Strategic Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।
২০. পরিদর্শন নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
২১. এসবি'র নিজস্ব Website চালু করা হয়েছে।
২২. সম্প্রতি এসবির মূল ভবনের বিভিন্ন স্থাপনাসহ নানা পর্যায়ে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যেমন-লাইব্রেরী, দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা, রুফটপ ক্যাফেটেরিয়া, আধুনিক সরঞ্জাম সমন্বিত জিমনেশিয়াম, আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, ফরেনসিক ল্যাব, মোবাইল মনিটরিং ল্যাব, সেন্সর নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় গেইট, ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম, লিফটসহ বিভিন্ন জায়গায় এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও আধুনিক কনফারেন্স রুম স্থাপন, মাল্টিপারপাস হলের আধুনিকায়ন, এসবি ব্যারাক সমূহে এসি ডাইনিং রুম স্থাপন ও ডাক্তারসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এমআই রুমের সংস্থান, সাত তলা অত্যাধুনিক কনফারেন্স রুম ও ব্যাংকোয়েট হলের সংস্থান, পুরাতন এটিএম বুথকে সুবিধাজনক জায়গায় স্থানান্তরকরত আধুনিকায়ন, এসবি কম্পাউন্ডে ফ্লেক্সিলোড-সহ মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুকরণ, আর্কাইভের অবকাঠামোর উন্নয়ন, Foreigner's

Registration Room ও Students Help Desk কক্ষের আধুনিকায়ন, পুরাতন ভবন অপসারণ করে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা ও কম্পাউন্ডের সৌন্দর্য বর্ধন।

চ্যালেঞ্জসমূহ :

- ১। অপরাধের ধরণ ও প্রকৃতি বা অপরাধ সম্পাদন কৌশল প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হওয়ায় নতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও জাতীয় নিরাপত্তা এবং অপরাধ প্রতিরোধে সময়মত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- ২। দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি, মুদ্রাস্ফীতি, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বানিজ্য ও নিত্যপন্যের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ।
- ৩। স্পেশাল ব্রাণ্ডের কার্যপরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গোয়েন্দা কাজে আগ্রহী এবং পারদর্শী দক্ষ জনবলের অপ্রতুলতা।
- ৪। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস সহ আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তনে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ।
- ৫। সাইবার পেট্রোলিং এর মাধ্যমে অনলাইনে ক্রমবর্ধমান গুজবের অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ ও সংবেদনশীল জাতীয় ডাটাবেজ এর সুরক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ কর্মকর্তার অপ্রতুলতা।
- ৬। আহরিত গোয়েন্দা তথ্যের যথাসময়ে যথাস্থানে সুরক্ষিত প্রবাহ নিশ্চিতকরনে সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইউনিট পর্যায়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রস্তুত, প্রেরণ ও সুরক্ষাকরণ।
- ৭। এসবি সদর দপ্তরে প্রয়োজনীয় গাড়ি পার্কিং স্পেস না থাকা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

স্পেশাল ব্রাঞ্চেজের কাজের ধরণ ও পরিধি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সময়ের প্রয়োজনে নতুন নতুন শাখা সৃজন করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ পুলিশের এই ইউনিটকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। অনতিবিলম্বে এসবির সকল কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ নানাবিধ প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. এসবির বর্তমান কাঠামোতে মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানের পাশাপাশি আধুনিক ইন্টেলিজেন্স

কার্যক্রম প্রবর্তনের লক্ষ্যে ২৮৭৯ জন জনবলের সমন্বয়ে ডেডিকেটেড Field Intelligence Unit চালু করা, যার প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

২. শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের 3rd Terminal ইমিগ্রেশন পুলিশের সক্ষমতা

বৃদ্ধির জন্য ১৭০০ জনবল মঞ্জুরির প্রস্তাব ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. ভিভিআইপি প্রটেকশনের জন্য অতিরিক্ত ১৫২৬টি জনবল মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করন।

৪. এসবির পুলিশ লাইসে প্রয়োজনীয় বহুতল ভবন নির্মান।

৫. অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানের লক্ষ্যে সেফ হোম স্থাপন।

৬. ইমিগ্রেশন পুলিশ, SCO ও সিটিএসবি জোনাল অফিসের জন্য পূর্বাচলে প্রাপ্ত জমিতে

স্থায়ী অফিস, ডরমেটরি/ব্যারাক নির্মাণ।

৭. সিটিএসবির ৫৩ টি জোন এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট এয়ারপোর্টসহ ২৮ টি ল্যান্ড ও সি-পোর্টের জমির সংস্থান।

৮. ইতোমধ্যে ডি-নথি চালু হওয়ায় পর্যায়ক্রমে সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন বা পেপারলেস করা।

৯. চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য আর্টিফিশিয়াল

ইন্টেলিজেন্স (AI), Big data analysisসহ আধুনিক হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার প্রবর্তন।

১০. ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্পেশাল ব্রাঞ্চেজের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী

বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

১১. এসবি'র Forensic ও নিরীক্ষণ কাজের জন্য অত্যাধুনিক ল্যাব আধুনিকায়নসহ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ ও পরিকল্পনা গ্রহণ।

(উপসংহার)

স্পেশাল ব্রাঞ্চ সকল ধরনের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নকারী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড হতে দেশকে নিরাপদ রাখতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সকল সঙ্কটে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পালন করে আসছে তাৎপর্যপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা। বিশেষ করে উল্লেখ্য স্পেশাল ব্রাঞ্চের বীর সন্তান সিদ্দিকুর রহমানের আত্মত্যাগের কথা।

বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্মোচিত কালরাত পচাত্তরের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হত্যাকাণ্ডের সময় নিজ জীবন বাজি রেখে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভারি অস্ত্রের সামনে নিজেকে বিলিয়ে দেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের বীর সন্তান সিদ্দিকুর রহমান। দায়িত্ববোধে **অটল** সিদ্দিক, দেহ থেকে প্রাণ চলে যাওয়ার পরেও তার হাত থেকে রিভলবারটি ছাড়েননি। ১৫ই আগস্ট এলেই আমাদের মানসচক্ষে ভেসে ওঠে ঐ বীর সৈনিকের নিখর দেহ, যার হস্তমুঠিতে রিভলবারটি এখনও দায়িত্বে নিশ্চল।

সরকারের রূপকল্প ২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ কে সামনে রেখে **স্মার্ট বাংলাদেশ** গঠনে সঠিক, সুনির্দিষ্ট এবং সময়মত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রতিটি সদস্য তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করে যাচ্ছে।